দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 19 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় জাতির আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে উচ্চ শিক্ষার নীতি বাস্তবায়ন করতে পারছে না

সংসদ রিপোর্টার : দেশের সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ জাতির আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে উচ্চশিক্ষার নীতি বাস্তবায়ন করতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূল কাজ শিক্ষা ও গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু শিক্ষাদান কর্মসূচীই যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে সক্ষম হচ্ছে না।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট-২০০০ এ মন্তব্য করা হয়েছে। রিপোর্টটি গতকাল জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন। রিপোর্টে আরো অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশন জটের করাল গ্রাসে পতিত স্নাতক পর্যায়ের সকল শিক্ষাই বিপর্যস্ত। দক্ষ ও জ্ঞানী ডিগ্রীপ্রাপ্ত মানবসম্পদ আশানুরূপ তৈরী হচ্ছে না; উপরন্তু উচ্চ শিক্ষার মান বজায় রাখার

৭ এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়

(৮-এর পৃষ্ঠার পর

প্রচলিত নীতিমালা অনুকরণ করাও সম্ভব হচ্ছে না। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নবদিগন্ত উন্মোচন করার কাজটি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে পারছে না।

রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে, দেশে উচ্চশিক্ষা লাভের উপযোগী শিক্ষার্থী সংখ্যা ও উচ্চশিক্ষার চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষাঙ্গনের সম্প্রসারণ কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়নি। গত ১০ বছর যাবৎ উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন বরাদ্দ আনুপাতিক হারে বাড়ছে না বরং তা কমে আসছে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে বলা হয়, ক্যাম্পাসবিহীন ও প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোহীন বেশকিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছে। বিশেষতঃ খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান কর্মসূচী বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।